স্ট্রেনদেনিং হেলথ সিস্টেমস থ্রো অরগানাইজিং কমিউনিটিস প্রজেক্ট

(SHASTO)

এনসিডি কর্নারের
সামনে রোগীদের সারি

নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় একটি আদর্শ অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) ব্যবস্থাপনা মডেল

প্রেক্ষাপট

SHASTO Project, JICA একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প যা বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে এবং অসংক্রামক রোগ, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়। ২০১৭ সালে এসএইচএএসটিও প্রকল্প শুরুর আগে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য। এটিতে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য এনসিডিগুলির প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ছিল না। ডব্লিউএইচও'র (২০১৬) প্রতিবেদনে বলা হয় এনসিডি বাংলাদেশের জন্য সত্যিকার অর্থেই প্রধান স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ। এরপরে এটি ডব্লিউএইচওর কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তায় STEPS সমীক্ষা, ২০১৮-এ-তেও অনুরূপ তথ্য প্রকাশিত হয় যা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (NIPSOM) দ্বারা পরিচালিত হয়।

উপরন্তু উপজেলা পর্যায়ে এনসিডি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ ছিল। উদাহরণস্বরূপ ডিজিএইচএস, এমওএইচএফডাব্লিউ-এর কোনও জাতীয় নির্দেশিকা, ব্যবস্থাপনা মডেল, ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল, সেবাদানের সহায়ক উপকরনসমুহ , ডাব্লিউএইচও এর PEN-এর উপর ভিত্তি করে এনসিডিগুলিতে কর্মীদের (ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস এবং ফিল্ড স্টাফ) প্রশিক্ষণ ছিল না। নাগরিকগণ এনসিডি, এর জটিলতা এবং লাইফস্টাইল পরিবর্তনের মাধ্যমে এর প্রতিরোধের উপায়গুলি সম্পর্কে একেবারেই সচেতন ছিল না। সেখানে কোনও এনসিডি কর্নার, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং সরবরাহ ছিল না।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশে এনসিডি ম্যানেজমেন্ট মডেল বাস্তবায়নের জন্য ডাব্লিউএইচও PEN[1] অনুসরণ করে এবং তার নিজস্ব প্রেক্ষাপট ও সামর্থ্য মোতাবেক, এসএইচএসটিও প্রকল্প অ-সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (এনসিডিসি), স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর, (ডিজিএইচএস), অন্যান্য সহযোগী ও অংশীদারদের, এবং জাতীয় প্রোটোকল, নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, জব এইডস ইত্যাদি উন্নয়নে অংশীদারদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্পটি এনসিডি কর্নার এবং সংশ্লিষ্ট ফিল্ড স্টাফ-হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট (এইচএ) এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা হাসপাতালগুলিতে এনসিডি কর্নারের স্থাপন, সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, লজিস্টিকস ইত্যাদি সরবরাহে সহায়তা করেছে।

নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় এনসিডি ম্যানেজমেন্ট মডেলটি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত উপায়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

ক) স্বাস্থ্য সহকারী (এইচএ), কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (সিএসজি), বহুমুখী স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবকগনণর মাধ্যমে (এমএইচভি) উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ৩০ ≥ এবং গর্ভবতী মায়েদের গৃহ পর্যায়ে পরামর্শসহ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর মাধ্যমে তাদের রক্তচাপ (বিপি), ব্লাড সুগার (বিএস), উচ্চতা ও ওজন মাপার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক (সিসি) এ যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়;

খ) উচ্চ রক্তচাপ এবং / অথবা রক্তে উচ্চ শর্করাযুক্ত রোগীদেরকে একটি রেফারেল ফর্ম দিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এনসিডি কর্নারে রেফার করা হয়

স্বাস্থ্য সহকারী রোগীদের কমিউনিটি ক্লিনিকে স্ক্রিনিংয়ের জন্য স্বাগত জানান

স্ক্রিনিংয়ের পর, উচ্চ রক্তচাপ এবং ব্লাড সুগারের রোগীকে এনসিডি কর্নারে রেফার করা হয়

[1]নিম্ন-সম্পদ সেটিংসে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রয়োজনীয় অসংক্রামক (PEN) রোগের হস্তক্ষেপের প্যাকেজ

গ) রেফার করা রোগীদেরকে এনসিডি কর্নারে রক্তচাপ, রক্তে শর্করা, উচ্চতা, ওজন, এবং বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) দেখার জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্স (এসএসএন) এবং সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (এসএসিএমও) দ্বারা সঠিকভাবে পুনরায় পরীক্ষা করা হয়;

ঘ) উচ্চ রক্তচাপ এবং / অথবা রক্তে উচ্চ শর্করাযুক্ত রোগীদের মেডিকেল অফিসার (এমও) (প্রশিক্ষিত এবং এনসিডি কর্নারে নিবেদিত) এ রেফার করা হয়। এমও সমস্ত নথি পর্যালোচনা করে জাতীয় প্রোটোকল অনুসারে রোগীদের বইয়ে ওষুধ লিখে দেন **(খুব বেশি উচ্চ রক্তচাপ এবং / অথবা উচ্চ শর্করাযুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে রেফারেল ফর্মের সাথে জরুরী ভিত্তিতে সেকেন্ডারি / টার্শিয়ারি লেভেল হাসপাতালে রেফার করা হয়);**

সিনিয়র স্টাফ নার্স এনসিডি কর্নারে রুগীর রক্তচাপ এবং ব্লাড সুগার পরিক্ষা করছেন

মেডিসিন কনসালট্যান্ট এবং মেডিকেল অফিসার রোগীদেরকে এনসিডি এর উপর কাউন্সেলিং করছেন

এসএসএনগণ অ্যাপস এবং রেজিস্টার অনুসারে ট্যাবে তথ্য এন্ট্রি দিচ্ছেন

ঙ) এরপর রোগীরা আবার এমও দ্বারা নির্ধারিত ১ মাসের জন্য কাউন্সেলিং এবং ওষুধ সরবরাহ ও কাউন্সেলিং এর জন্য এসএসএন- এর নিকট আসেন;

চ) যখন রোগীরা এনসিডি কর্নার থেকে সরবরাহকৃত ওষুধ ব্যবহার এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার মাধ্যমে রোগ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় (সাধারণত ৩ মাসের মধ্যে) তখন তারা এনসিডি কর্নার (রিফিলিং) এর চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত একই ওষুধ গ্রহণ করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে ফিরে আসে। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদানকারি রক্তচাপ, রক্তে শর্করা, উচ্চতা এবং ওজন দেখে এবং তাদেরকে ওষুধ চালিয়ে যেতে এবং জীবনধারা পরিবর্তন অব্যাহত রাখার বিষয়ে পরামর্শ দেয়। এটা রোগীদের জন্য খুব সুবিধাজনক এবং ব্যয় সাশ্রয়ী। প্রয়োজনমাফিক (উচ্চ রক্তচাপ / উচ্চ ব্লাড সুগার) রোগীদেরকে আবার এনসিডি কর্নারে রেফার করা হয়।

এসএসএনগণ প্রশিক্ষিত এবং নিবেদিত ডাক্তারদের দ্বারা নির্ধারিত ওষুধ সরবরাহ করছে

কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার এনসিডি কর্নারের মেডিকেল অফিসার-এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ রিফিল করছে

শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এনসিডি কর্নার এবং সিসির এনসিডি কার্যক্রম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচ এন্ড এফপিও) ডাঃ ফারহানা আক্তার নিয়মিত ব্যক্তিগতভাবে এবং তার সহকর্মী-ডাক্তার ও সুপারভাইজারদের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করেন। এটাই শিবপুরের সাফল্যের চাবিকাঠি। তিনি নিয়মিত এনসিডি কর্নার পরিদর্শন করেন সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলছে কিনা এবং আরও উন্নতির জন্য মাসিক মিটিংয়ে ফিল্ড, সিসি এবং ফিল্ড স্টাফদের পরিদর্শনকারী সুপারভাইজারদের ফলাফলের সাথে তার নিজের পর্যবেক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি এনসিডি কর্নার, স্টোর এবং সিসি-তে ওষুধ এবং অন্যান্য সরবরাহের স্টক অবস্থানের উপর নজরদারি রাখেন এবং যেকোনো সহায়তা/পরামর্শের জন্য সিভিল সার্জন, এনসিডিসি ডিজিএইচএস, উপজেলা পরিষদ এবং SHASTO Project এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখেন। এনসিডি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিবপুর, নরসিংদী একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়। লাইন ডিরেক্টর, এনসিডিসি, ডিজিএইচএস, শিবপুরের পারফরম্যান্স দেখে খুব খুশি। এটি সরকার পরিচালিত অন্যান্য উপজেলা এবং যেসব ক্ষেত্রে অংশীদাররা বাংলাদেশের এনসিডি অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করছে সেখানেও এটি অনুসরণ করা হচ্ছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কর্মকর্তা এনসিডি কর্নারের সেবাগুলো তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করছে

ফলাফল

SHASTO Project এর কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তায় নিম্নলিখিত আইটেমগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক) উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনায় এনসিডি ব্যবস্থাপনা মডেল এবং জাতীয় প্রোটোকল প্রবর্তন

খ) এনসিডি কর্নার সংস্কার এবং এর আরও সম্প্রসারণ

গ) সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, রসদ, আসবাবপত্র এবং যোগাযোগ সামগ্রী সরবরাহ,

ঘ) NCD কর্নারে কর্মরত ডাক্তার, স্টাফ, সুপারভাইজার এবং ফিল্ড স্টাফদের প্রশিক্ষণ

ঙ) আইসিডিডিআর,বি দ্বারা একটি অ্যাপের মাধ্যমে এনসিডি সম্পর্কিত ই-এমআইএস-এ এনসিডি কর্নারে কর্মরত কর্মীদের এবং ফিল্ড কর্মীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ

চ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা (ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এনসিডি বিষয়ে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান যাতে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবার এবং আত্মীয়দের কাছে স্ক্রিনিংয়ের জন্য সিসি, চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এনসিডি কর্নারে রেফার সহ এবং

এনসিডি ও এর জটিলতা প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুশীলনের করার জন্য বার্তা প্রচার করবে।

ছ) SHASTO প্রকল্পের জেলা ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে ক্রমাগত প্রয়োজনীয় সহায়তা।

জ) অংশী CARE সহকর্মীদের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা কোর টিম এবং কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ ইত্যাদি সক্রিয় করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীদের অংশগ্রহন জোরদার করা।

ঝ) UHFPO এবং তার টিম সদস্যদের মধ্যে প্রোগ্রামের প্রতি প্রতিশ্রুতি এবং মালিকানা বৃদ্ধি করা।

ফলস্বরূপ এনসিডি কর্নার এবং কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানসম্পন্ন এনসিডি পরিসেবাগুলির সাথে শিবপুরের জনগণ তথা সেবা প্রদানকারীরাও সন্তুষ্ট। শিবপুর উপজেলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দ্রুত বৃদ্ধি পায় যেমন নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

এনসিডির প্রতিবেদন: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবপুর, নরসিংদীতে উচ্চ রক্তচাপ (এইচটিএন) এবং ডায়াবেটিস মেলিটাস (ডিএম)

বছর	নতুন রোগী (HTN এবং DM)	রোগীদের ফলোআপ করা (HTN এবং DM)	অনলাইন এন্ট্রি (HTN এবং DM)	মন্তব্য
২০১৮	৪৫০	৫২০	০	
২০১৯	৬৫৪	১,৩৪৪	০	
২০২০	৭৩৮	১,৫৪৫	০	
২০২১	৮,৬৪০	১৫,০১৮	০	
২০২২ থেকে মে পর্যন্ত	৪,৫২০	১৪,৮৯৩	৪,২২৯	২০২২ সালে অনলাইন এন্ট্রি শুরু হয়েছে

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- অসংক্রামক রোগই বাংলাদেশে এখন মৃত্যুর প্রধান কারণ। এসএইচএসটিও প্রকল্প এনসিডি ম্যানেজমেন্ট মডেল বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
- শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস মেলিটাস আক্রান্ত নতুন রোগীর সংখ্যা ১৯.২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে/নির্ণয় করা হয়েছে।
- শিবপুর উপজেলায় সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর এনসিডি কর্নার ও কমিউনিটি ক্লিনিকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ।

প্রকল্পের নাম: স্ট্রেনদেনিং হেলথ সিস্টেমস থ্রো অরগানাইজিং কমিউনিটিস প্রজেক্ট (SHASTO)

এলাকা: শিবপুর উপজেলা, নরসিংদী জেলা

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: এসডিজি ৩

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: NCDC, DGHS

বাস্তবায়নের সময়কাল: জানুয়ারী ২০১৭ থেকে জুলাই ২০২২

সুবিধাভোগী: ৫২,৫৫১ (শিবপুর ইউএইচসিতে চিকিৎসা গ্রহণকারী এইচটিএম এবং ডিএম রোগীর মোট সংখ্যা)

সিটি কর্পোরেশনসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প (C4C 2)

রংপুর সিটি কর্পোরেশন-এসজিআই কমিটির সভা (৩০ জুন ২০২২)

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ১২ টি সিটি কর্পোরেশন একযোগে সমন্বিত একটি কৌশলী ছাতার নিচে কাজ করছে

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ অভূতপূর্ব হারে অগ্রসর হওয়ায়, সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০/২১ – ২০২৪/২৫) এবং অন্যান্য মূলনীতিতে নগর স্থানীয় সরকারগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্জিত ফলাফলের বিশদ বিবরণের লক্ষ্যে, এলজিডি সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট (এসজিআই ২০৩০) এর জন্য কৌশল প্রস্তুত ও গ্রহণ করেছে। এসজিআই ২০৩০ সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য চারটি সাধারণ নির্দেশনা এবং লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্ট করেছে : ১) আইনি উপকরণসমূহ, ২) সাংগঠনিক উন্নয়ন, ৩) আর্থিক এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা ও ৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন। এই একচ্ছত্র আমব্রেলা বা ছাতার উদ্যোগ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। কেননা, আসছে সময়ে স্থানীয় সরকার বিশেষ করে সিটি বা নগর গুলোকেই সবার আগে নগরায়নের ধকল পোহাতে হবে, যদিও তা দৃশ্যমান নগর অবকাঠামো উন্নয়নের মতো সহসা আমাদের চোখে পড়ছে না, তথাপিও এবিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হবার প্রয়োজন আছে।

২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প সি৪সি স্থানীয় সরকার বিভাগকে এসজিআই ২০৩০ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রায় এক ডজন নির্দেশিকা তৈরিতে সহায়তা প্রদান করেছে। এবিষয়ে সি৪সি কর্তৃপক্ষও নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত চারটি সিটি কর্পোরেশন যেমন: নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর এবং গাজীপুরকে পর্যাপ্ত সহায়তা যুগিয়েছে। উক্ত চারটি সিটি কর্পোরেশনই 'পিডিসিএ' চক্র অনুসরণ করে বার্ষিক বাজেট ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আয় (হোল্ডিং ট্যাক্স) ব্যবস্থাপনা, সিটি কর্পোরেশনের

সুনির্দিষ্ট কিছু কাজের প্রক্রিয়াগত উন্নয়ন, নাগরিক সম্পৃক্তকরণ, এবং বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী প্রভৃতি কাজ নিপুণভাবে সমাধা করেছে। সিটি কর্পোরেশনগুলোও সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোকে বিবেচনায় রেখে তাদের নিজ নিজ কর্তব্য কর্মের উপর সুনির্দিষ্ট প্রবিধানমলাগুলো তৈরী করেছে। ফলশ্রুতিতে, এসজিআই বাস্তবায়নের অনবদ্য অংশীদার হিসেবে সিটি কর্পোরেশনগুলো সম্মুখসারিতে থেকে একাজগুলো বাস্তবায়ন করতে পেরেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন – রিফ্রেসার
(১০ এপ্রিল ২০২২)

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন – রিফ্রেসার
(১৯ এপ্রিল ২০২২)

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন – রিফ্রেসার
(১৬ এপ্রিল ২০২২)

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

২০৩০ সালের মধ্যে এসজিআই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সি ৪ সি প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজে' র মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত, এসজিআই বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনকে পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে, এসজিআই বাস্তবায়নের নির্দেশিকাসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে, এবং প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন' এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) নেতৃত্বে একটি এসজিআই বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। মৌলিক পরিচালন ব্যবস্থা এবং অনুশীলনের উপর দৃষ্টি নিবন্ধন করে সিটি কর্পোরেশনগুলোকে মধ্যম মেয়াদের জন্য (২০২২/২৩ থেকে ২০২৫/২৬) এসজিআই কর্মপরিকল্পনা তৈরির উপায়ও বাতলে দেয়া হয়। পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন বিষয়ে এলজিডি, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এবং সরকারি অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাও তৈরী করা হয়েছে।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন – মহিলা
কাউন্সিলরদের সাথে TNA নিয়ে আলোচনা
(৯ জুন ২০২২)

খুলনা সিটি কর্পোরেশন -এসজিআই কমিটির সভা
(৩ জুলাই ২০২২)

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন – মহিলা কাউন্সিলরদের
সাথে TNA নিয়ে আলোচনা (১৪ জুন ২০২২)

২০২২/২৩ অর্থবছর থেকে সিসি আইন নির্দেশিত এবং এলজিডি কর্তৃক প্রণীত নমুনা ফরম্যাট অনুযায়ী সকল সিটি কর্পোরেশনকে বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরী করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম হিসেবে এসকল ডকুমেন্টের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনসমূহের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করবে। সিসিগুলোতে পরিচালন ব্যবস্থা চক্রের উন্নতিকল্পে সিঃসি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই মৌলিক কার্জক্রমসমূহকে সিসিগুলোতে নিয়মিতকরণের জন্য এলজিডি এবং সিসিগুলোকে সহায়তা দেবে এবং অব্যাহত অনুপ্রেরণা যোগাবে।

ফলাফল

সি ৪ সি সহায়তাপুষ্ট চারটি সিসিতে সি ৪ সি প্রবর্তিত অনেকগুলো ভালো শিখন বিশেষ করে বাজেট এবং আর্থিক বিবরণী তৈরী, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন তৈরিতে প্রস্তাবিত ফর্মগুলো এখনোও অনুশীলন করছে। এছাড়াও, কাজের প্রক্রিয়ার উন্নতির অংশ হিসেবে চারটি সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন সকল পাবলিক টয়লেটগুলো পরিচালনার জন্য একটি আদর্শ চুক্তিনামার প্রবর্তন করেছে, এবং সিসি ও নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্বও স্পষ্ট করেছে। ফলশ্রুতিতে, অধিকাংশ পাবলিক টয়লেটই খুব ভালোভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং সদা পরিষ্কার থাকছে। সিঃসি কর্তৃক আইনি উপকরণসমূহের উপর প্রদত্ত জ্ঞান ব্যবহার করে নারায়ণগঞ্জ সিসি রাস্তা থেকে অবৈধ দখলদার মুক্ত করার জন্য নতুন প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে। সি ৪ সি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি চলমান ভালো উদ্যোগগুলোকে পুঁজি করে দেশের সকল সিসিগুলো এখন এসজিআই নামক একই ছাতার আওতায় পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করবে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - ইন্ট্রোডাকশন
(৩ এপ্রিল ২০২২)

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন - ইন্ট্রোডাকশন
(৬ এপ্রিল ২০২২)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন - ইন্ট্রোডাকশন
(২০ এপ্রিল ২০২২)

সিলেট সিটি কর্পোরেশন - ইন্ট্রোডাকশন
(১২ এপ্রিল ২০২২)

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন - ইন্ট্রোডাকশন
(৩১ মে ২০২২)

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ২০২০ সালে সিটি কর্পোরেশনসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এসজিআই ২০৩০ প্রণয়ন করেছে যা একাধারে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার বিধান, ধারাবাহিকতা রক্ষা, সঠিকভাবে অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের সিকুয়েন্সকে সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে। জাইকা সহায়তাপুষ্ট সি৪সি প্রকল্প এই এসজিআই প্রণয়ন এবং অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়নে সদ্য প্রতিষ্ঠিত চারটি সিটি কর্পোরেশনকে নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তা যুগিয়েছে।
- ২০২২ সালের গোড়ার দিকে সি৪সি প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজ শুরু হবার পর থেকে এসজিআইকে সামনে রেখে সি৪সি সহায়তাপুষ্ট পূর্বেকার ৪টি সিটি কর্পোরেশন এখনও তাদের ভালো শিখনগুলো অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে নতুনভাবে সংযোজিত আরো আটটি সিটি কর্পোরেশন পূর্বেকার চারটি সিটি কর্পোরেশনের ভালো কাজ, অনুশীলন, এবং শিখনসমূহকে সঠিকভাবে অনুসরণের নিমিত্ত একযোগে কাজ করছে। সি৪সি প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের মাধ্যমে ১২ টি সিটি কর্পোরেশনকেই বছর বছর সুনির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে "প্ল্যান-ডু -চেক-অ্যাকশন" (পিডিসিএ) চক্রের আলোকে তাদের ধারাবাহিক অগ্রগতির কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে।

প্রকল্পের নাম: সিটি কর্পোরেশনসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প (C4C 2)

এলাকা: ১২টি সিটি কর্পোরেশন

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: এসডিজি ১১, এসডিজি ১৬

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এলজিডি এবং এনআইএলজি

বাস্তবায়নের সময়কাল: ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সুবিধাভোগী : ১২ টি সিটি কর্পোরেশনসমূহের কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলরসহ, যারা প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে মোট কাউন্সিলরের এক চতুর্থাংশ) এবং তাদের মাধ্যমে ১২টি সিটি কর্পোরেশনের সকল নাগরিকবৃন্দ।

ইনক্লুসিভ সিটি গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট

(ICGP)

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

গভর্ন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি)

প্রেক্ষাপট

নগর বিষয়ক ব্যবস্থাপনায় বিপুল সংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকার ফলে ওভারল্যাপিং ফাংশন এবং অপর্যাপ্ত সমন্বয় দেখা দিয়েছে। স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি কখনও কখনও পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন পদ্ধতির মধ্যে বহুমুখীতা তৈরি করে এবং এই বহুমুখীতার ফলে কার্যক্রম সমন্বয়হীন হয় যা আসলে সমাধানের চেয়ে আরও বেশি সমস্যা তৈরি করে।

এই ধরনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিটি কর্পোরেশনগুলির কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য নতুন উন্নীত / পৌরসভা থেকে সর্বব্যাপী নগর সরকার হিসাবে নতুন উন্নীত সিটি কর্পোরেশনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের একটি নীতি রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নগর শাসনের অন্তর্ভূক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে আইসিজিপির টার্গেটকৃত সিটি কর্পোরেশন: নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশণ তুলনামূলক নতুন হওয়ায় তাদের অর্গ্যানোগ্রামে বর্ণিত প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন করেনি। তাই প্রকল্পটি শুরু না হওয়া পর্যন্ত খুব কম অর্জন ছিল। এক কথায় এই সিটি কর্পোরেশনগুলিতে কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য এটি সর্বোত্তম সময়। ২০১৩ সালে আইসিজিপির প্রস্তুতিমূলক গবেষণায় সম্ভাব্য কার্যক্রমের নীল নকশা সাজানো হয়। সুবিধার জন্য লক্ষভূক্ত সিটি কর্পোরেশনকে কার্যকরী উপায়ে তার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। যথাযথ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নিয়মানুগ রাজস্ব সংগ্রহ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন। যা সমস্ত প্রধান অংশীদারের ক্রয়, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মকাণ্ডকে প্রতিফলিত করে। এই বিনিয়োগ প্রকল্প, সিটি কর্পোরেশনের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় সক্ষমতাকে উন্নত করেছে।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

গভর্ন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি) কার্যক্রম যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কমিটি গঠন, সিটি কর্পোরেশনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

আইসিজিপি প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল ইনক্লুসিভ সিটি গভর্ন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম (আইসিজিআইএপি)। আইসিজিপি প্রকল্পের সহায়তায় আইসিজিআইএপি এর সহায়তায় সিটি গভর্ন্যান্স এর জন্য ৭টি অগ্রাধিকার এলাকা চিহ্নিত করেছে। যার মধ্যে রয়েছে এলাকা -১: উন্মুক্ততা এবং তথ্য প্রচারের উন্নতি, এলাকা-২: প্রশাসনিক সংস্কার, এলাকা-৩: কর সংস্কার, এলাকা-৪: আর্থিক সংস্কার, এলাকা-৫: নাগরিক সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ, এলাকা-৬: নগর পরিকল্পনা ও পরিবেশের উন্নতি, এলাকা-৭: আইন প্রয়োগের জন্য সমন্বয় ব্যবস্থা। এই ৭টি এলাকায় মোট ৪২টি কার্যক্রম এবং ২৬০টি কাজ সম্পাদিত হয়েছে। কার্যক্রমগুলিকে ২টি গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়: ট্রিগার কার্যক্রম (১৩) টি এবং নন-ট্রিগার কার্যক্রম (২৯) টি। ট্রিগার কার্যক্রমগুলি বাধ্যতামূলক ছিল এবং অন্যান্য নন-ট্রিগার কার্যক্রমসমূহ ট্রিগার কার্যক্রম প্রভাব বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এখন পর্যন্ত সমস্ত টার্গেটকৃত সিটি কর্পোরেশন সম্পূর্ণ সন্তোষজনক পর্যায়ে ১৩টি ট্রিগার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। অধিকন্তু ২৬০টি কাজের মধ্যে প্রতিটি টার্গেটকৃত সিটি কর্পোরেশন কমপক্ষে ৭৫% কাজ সম্পাদন করেছে; নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (NCC) দ্বারা ২০৬টি, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন (CuCC) দ্বারা ২০৫টি, রংপুর সিটি কর্পোরেশন (RpCC) দ্বারা ২০৮টি, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (GCC) দ্বারা ১৯৬টি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (ChCC) দ্বারা ২১৯টি যথাক্রমে সম্পাদিত হয়।

KAIZEN বিষয়ক প্রশিক্ষণ

এছাড়া আইসিজিপি প্রকল্প দারিদ্র্য বিমোচন কর্ম পরিকল্পনার (প্রাপ) এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রতিটি টার্গেটকৃত সিটি কর্পোরেশন দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপর জরিপ পরিচালনা করে এবং প্রাপ প্রস্তুত করে। আইসিজিপির সহায়তায় নিম্নলিখিত দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

✓ **কমিউনিটি মোবিলাইজেসন এবং অরগানাইজেসন**

- প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে দারিদ্র সম্প্রদায়ের এলাকা নির্বাচন
- বেসলাইন জরিপ পরিচালনা
- প্রাথমিক দল গঠন
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠন
- কমিউনিটি কর্মী নির্বাচন
- সঞ্চয় সংগ্রহ এবং রেকর্ড রাখা (প্রাথমিকভাবে প্রতি সদস্য প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা)

আইজিএ (ইনকাম জেনারেটিং এক্টিভিটিস) (টেইলারিং) বিষয়ক প্রশিক্ষণ

✓ **মাইক্রো ক্রেডিট অপারেশন (সিটি কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত তহবিল)**

- প্রাথমিক গ্রুপ (পিজি) মাইক্রো-ক্রেডিটের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন করে
- দরিদ্র মহিলাদের জন্য রিভলভিং ফান্ড মাইক্রো-ক্রেডিট
- ১০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ এবং প্রতি সপ্তাহে ২০০ টাকা পরিশোধ এবং ১৫% সার্ভিস চার্জ
- ঋণ কার্যক্রমের রেকর্ড রাখা

✓ **প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা**

- কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী নির্বাচন
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ
- মা ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান
- ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, কম ওজনের শিশুদের জন্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা

অধিকন্তু জিআইসিডি-এর অধীনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও বাস্তবায়িত হয়েছে। সেগুলো হল আইসিজিআইএপি বাস্তবায়ন, প্রাপ কার্যক্রম, ই-গভর্ন্যান্স, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, ট্রান্সপোর্ট এবং ড্রেনেজ ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট।

ফলাফল

জিআইসিডি কার্যক্রমের ফলে টার্গেটকৃত প্রকল্পভূক্ত ৫টি সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিটি কর্পোরেশনগুলি ইনক্লুসিভ সিটি গভারন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম (আইসিজিআইএপি) হিসাবে প্রস্তাবিত গভারন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের জন্য কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল যাতে সিটি কর্পোরেশনগুলি আইসিজিআইএপিতে নির্বাচিত ১৩টি লক্ষ্য অর্জনে উত্সাহী হয়। ফলস্বরূপ প্রকল্পটি সিটি কর্পোরেশনের ইনক্লুসিভনেস বৃদ্ধি করে।

উপরন্তু জিআইসিডি থেকে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষের জীবনে একটি কার্যকর প্রভাব ফেলেছে যেমন:

স্কিল আপ ট্রেনিং (৪,৭৩০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট ১৪৭ টি ব্যাচ):

- প্রশাসনিক সক্ষমতার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব জ্ঞানের উন্নতি
- আরবান সেক্টরে ডিজাইন পরীক্ষা, স্কিম প্রস্তুত, শ্রমিক পরিচালনা করতে সহায়তা করা
- ডিজিটাল টেন্ডারিং সিস্টেমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং কীভাবে চুক্তি পরিচালনা করতে হয়। চুক্তির বিভিন্ন সুবিধা এবং অসুবিধা সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়।
- টেকসই নির্মাণ পদ্ধতি নিশ্চিত করে কিভাবে সাইট প্রস্তুতি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমস্যা, সময় ব্যবস্থাপনাসহ পদ্ধতি নিশ্চিত করা যায়।

সংক্ষেপে তারা কাইজেনের মাধ্যমে দক্ষতা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বাড়িয়েছে এবং অনুপ্রাণিত হয়েছে।

আইসিটি এনহ্যান্সমেন্ট ট্রেনিং (৮৫০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট ২৮ টি ব্যাচ):

- সংক্ষেপে ইলেকট্রিক্যাল গভারন্যান্স সিস্টেম এবং এসএমএস সিস্টেমে সম্পর্কে জেনেছে।
- ই-নথি সিস্টেমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এটিতে কাজ করতে আগ্রহী
- ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট এবং বিলিং সফ্টওয়্যার
- ক্রয়ের জন্য ই-জিপি

কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার (সিআরসি) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠা (৪,৩৪০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট ১৩৮ টি ব্যাচ):

- লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
- ক্ষুদ্র ঋণ, সঞ্চয় এবং ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কে শেখা
- নারীদের নিজস্ব ব্যবসায়ক প্ল্যাটফর্ম শুরু করে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা। (উদাহরণ: বিউটি পার্লার, দর্জি, এবং পোশাকের দোকান)

আইসিজিআইএপি এক্সটেনশন ট্রেনিং (১,৩৫০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট ৪০ টি ব্যাচ):

- বিভাগ / সেকশন প্রধানদের ভিশন এবং মিশনের সচেতনতা বৃদ্ধি
- অবকাঠামো তথ্য প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ
- ট্যাক্সেশন এবং লাইসেন্স প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন নিয়মাবলীর সাথে পরিচয়

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ (৬,৫৫০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য মোট ৩০ টি ব্যাচ):

- বর্জ্য পদার্থের হ্রাস, পুনরায় ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য (3R কৌশল) সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি
- নির্মাণের সময় পরিবেশগত নিয়ম অনুসরণ
- পরিবেশ দূষণমুক্ত এবং নিকাশী উপকরণ ব্যবস্থাপনা

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- গভর্ন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি) কার্যক্রম চারটি প্রধান ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত: ট্রান্সপারেন্সি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি, পার্টিসিপেশন এবং প্রেডিক্যাবিলিটি (টিএপিপি)।
- কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প সমন্বয় ইউনিট কার্যক্রমকে সহায়তা করা।
- কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পের জন্য তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হয়, বিশেষ করে সরকারি অর্থায়নে। যাতে টার্গেটেকৃত ৫টি সিটি কর্পোরেশন ইনক্লুসিভ সিটি গভারন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম (আইসিজিআইএপি) এর ১৩টি ট্রিগার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।
- টার্গেটেড সিটি কর্পোরেশনগুলি তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম প্লান (এআরপি) এর অংশ হিসাবে প্রশাসনিক সংস্কার-ভিত্তিক সুবিধা আনয়নে উদ্যোগ নেয়।

প্রকল্পের নাম: ইনক্লুসিভ সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (ICGP)

এলাকা: ৫ সিটি কর্পোরেশন: নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: এসডিজি ১,৪,৫,৬,৮,৯ এবং ১৫

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এলজিইডি

বাস্তবায়নের সময়কাল: অর্থ বছর ২০১৪-২০২২

সুবিধাভোগী: ১৭,৮২০ জন

নির্মিত স্কুল বিল্ডিং কাম
সাইক্লোন শেল্টার

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শহর ও নগর কেন্দ্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে বাংলাদেশে নগরায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আনুমানিক মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫০.০০ মিলিয়ন যার মধ্যে ২০১১ সালে ২৮% ছিল শহরে বসবাসকারী। নগর এলাকায় বার্ষিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি ৩.১% যা সমগ্র জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হারের ১.১% (দ্বিগুণ) (বিবিএস, ২০২১ জনসংখ্যা এবং হাউজিং আদমশুমারি)। দ্রুত নগরায়নের সাথে তাল মিলিয়ে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন করা যায়নি যার ফলে নগর অবকাঠামো এবং নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছে যা অর্থনৈতিক সুযোগ এবং সামাজিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত করে দিচ্ছে। মূলত গ্রামীণ এলাকা থেকে অভিবাসনের কারণে দ্রুত নগরায়ন ঘটেছে। দ্রুত নগরায়ন পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

দেশের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পের প্রচার, সুশাসন বৃদ্ধি এবং সামাজিক সেবা সম্প্রসারণের উপর দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হল "প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং দারিদ্র্য হ্রাস করা", যেখানে ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিক একটি মধ্যম আয়ের দেশের মত তাদের জীবনযাপন করতে পারবে।

মূলত ২০০৬ সালে ন্যাশনাল আরবান সেক্টর পলিসি এর খসড়া তৈরি করা হয়েছিল এবং ২০১১ সালে এটি কমিউনিটি অন আরবান লোকাল গভারমেন্ট এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয় যার উদ্দেশ্য হলো শ্রেণিবদ্ধভাবে কাঠামোগত নগর ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ন নিশ্চিত করা যা স্থানীয় নগর পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের বিকাশ ঘটায় এবং যথাযথ ক্ষমতা, সম্পদ এবং কর্তৃত্ব মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। ফলে এই বিস্তৃত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

নগর পরিকাঠামো উন্নয়নে বিদ্যমান চাহিদা মোকাবেলার জন্য টার্গেটিকৃত সিটি কর্পোরেশনগুলি ক্ষুদ্র আকারের অবকাঠামোগত কাজ বাস্তবায়ন করেছে যা প্রকল্পের প্রথম ব্যাচের প্রকল্প পরামর্শকদের কাছ থেকে কোন সহায়তা ছাড়াই লক্ষিত সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করতে পারে। টার্গেটিকৃত সিটি কর্পোরেশনগুলি সমস্ত উপ-প্রকল্প (১ম এবং ২য় ব্যাচ উভয়ই) প্রস্তাবনা করে এবং পিসিওর পর্যালোচনার পর প্রকল্পটি মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প মাধ্যমে নির্মিত নগর পরিকাঠামোগুলি সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম নিম্নলিখিত ৬টি উপাদান নিয়ে গঠিত। এই প্রকল্পটি এখন পর্যন্ত নীচের কাজগুলি সম্পন্ন করেছে।

উপাদান	সিটি কর্পোরেশন					মোট
	রংপুর	নারায়ণগঞ্জ	গাজীপুর	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	
সড়ক ও জনপথ (নগর পরিবহন/সড়ক) (কিমি)	২০৪.৩০ কিমি	৪৩.৪১ কিমি	১২৪.৬৮ কিমি	১২০.৭৬ কিমি	১১৬.২৫ কিমি	৬০৯.৪০ কিমি
সেতু (নগর পরিবহন / সেতু / ওভারপাস) (নং)	২.০০	১৬.০০	২.০০	১২.০০	৮.০০	৪০.০০
ড্রেইনেজ কাঠামো (ড্রেন কাঠামো / ড্রেন / খাল) (কিমি)	৭৫.২৭ কিমি	১৯.৬৮ কিমি	২৪.৯২ কিমি	-	৪৪.৫২ কিমি	১৬৪.৩৯ কিমি
নলকূপের ডুবে যাওয়া (সিঙ্কিং/ইন্সটলেশন অফ টিউবওয়েল) (নং)	১০.০০	-	৩.০০	-	৯.০০	২২.০০
স্যানিটেশন এবং জল সরবরাহ (স্যানিটেশন এবং জল সরবরাহ) / পাইপলাইন / ওভারহেড ট্যাঙ্ক) (কিমি)	৪২.০০ কিমি	-	৩৩.৬০ কিমি	-	-	৭৫.৬০ কিমি
মাস্ট অ্যান্ড এরিয়ালস (স্ট্রিট লাইট) (ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন) (কিমি)	১৩৩.০৪ কিমি	১১২.৫০ কিমি	-	৭৭.৮৭ কিমি	১০১.৫৫ কিমি	৪২৪.৯৬ কিমি
নন রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিং (স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার/বাস টার্মিনাল (নং)	১.০০	-	-	৮.০০	-	৯.০০

ChCC এ-তে নির্মিত বন্দর সংযোগ সড়ক

RpCC এ-তে নির্মিত বাস টার্মিনাল

ফলাফল

প্রকল্পটি জটিল ইনক্লুসিভ পরিকল্পনা ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে প্রশাসন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। প্রকল্পটি গুরুত্ব বিবেচনা করে বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং নগর পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিকভাবে সুষম নগরায়ন প্রক্রিয়াতেও অবদান রেখেছে।

প্রকল্পটি নগরগুলিতে **সড়ক ও সেতু নির্মাণের** মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করেছে যা যানজট প্রশমনের পাশাপাশি পরিবহন সময় এবং ব্যয় হ্রাস করতে অবদান রেখেছে। এছাড়াও নগর অবকাঠামো ও সেবায় বিনিয়োগের ফলে শ্রম বাজার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে যা চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণে সহায়তা করেছে। উদাহরণস্বরূপ এখন শিশুরা উন্নত রাস্তা ব্যবহার করে সহজেই স্কুলে যেতে পারে যা সরাসরি শিক্ষিত মানুষ তৈরি করতে সহায়তা করে। সংক্ষেপে প্রকল্পটি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (ইপিজেড), বাজার, হাসপাতাল এবং স্কুলের মধ্যে উন্নত রাস্তা নির্মাণে অবদান রেখেছে।

প্রকল্পটি নগর পরিবেশকে সুরক্ষিত, সংরক্ষণ এবং উন্নত করেছে বিশেষ করে জলাশয়গুলো **ড্রেনেজ অবকাঠামো** নির্মাণের মাধ্যমে এটি বৃষ্টির পানি, নিকাশী এবং বর্জ্য পানির জলাবদ্ধতা এবং সর্বোপরি জলাবদ্ধতা হ্রাস করতে অবদান রাখে এবং নগর এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে।

প্রকল্পটি **পানি সরবরাহ ব্যবস্থা** নলকূপ স্থাপন করে যা বিশুদ্ধ আর্সেনিক-মুক্ত পানি পেতে সহায়তা করে। এভাবে নাগরিকগণ এখন নিরাপদ পানি পাচ্ছেন।

বাস টার্মিনালগুলি যাত্রী ও মালবাহী পরিবহনের দক্ষতা উন্নত করেছে, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাড়িয়েছে এবং রাস্তার ধারে বাস থামানোর এ প্রবণতা পার্কিংয়ের সংখ্যা হ্রাস করে যানজট হ্রাস করতে ভূমিকা পালন করছে।

রাস্তার **সড়কবাতি** নিরাপত্তা এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা উন্নত করে।

স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সহায়তা করবে। এই স্কুল পড়াশোনার পাশাপাশি পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রকল্পটি টেকসই নগর সুবিধা (রাস্তা, সেতু / ওভারপাস, স্ট্রিটলাইট, ফুটপাত, রাস্তার পাশের ড্রেন ইত্যাদি) প্রদান করে যা নগর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এছাড়া প্রকল্পটি উন্নত পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেইনেজ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে দূষণ হ্রাস করে শহরের পরিবেশকে উন্নত করতে সহায়তা করে। আইসিজিপি সিটি গভর্ন্যান্স এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- নগর অবকাঠামো উন্নয়নে তাৎক্ষণিক চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে টার্গেটকৃত সিটি কর্পোরেশনগুলি ক্ষুদ্র আকারের অবকাঠামোগত কাজ বাস্তবায়ন করতে পারে এবং সিটি কর্পোরেশনগুলি প্রকল্পের প্রথম ব্যাচে পরামর্শকদের সহায়তা ছাড়াই সেগুলো পরিচালনা করে।
- একই সাথে টার্গেটকৃত সিটি কর্পোরেশনগুলি প্রথম বছরের ১ম ব্যাচের পরামর্শকদের নিয়োগ শেষ হওয়ার পরে দ্বিতীয় ব্যাচের উপ-প্রকল্পগুলির জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি (এফ/এস), ডিটেইলস ডিজাইন (ডি/ডি) এবং এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) প্রস্তুতি পরিচালনা করে।
- প্রকল্প সমন্বয় অফিস (পিসিও) ১ম ব্যাচের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি এবং ২য় ব্যাচের উপ-প্রকল্পের জন্য প্রস্তুতি যাচাই করার পর কাজ করতে সক্ষম সিটি কর্পোরেশনগুলি নিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই ২য় ব্যাচের কার্যক্রম শুরু করে।
- ২য় ব্যাচের সময় টার্গেটকৃত সিটি কর্পোরেশনগুলি মাঝারি আকারের অবকাঠামোগত কাজগুলি বাস্তবায়ন করে যার জন্য পরামর্শকদের সহায়তায় ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ডিটেইল ডিজাইন প্রয়োজন ছিল।

প্রকল্পের নাম: ইনক্লুসিভ সিটি গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ICGP)

এলাকা: ৫টি সিটি কর্পোরেশন: নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: এসডিজি ১,৬,৮,৯,১১ এবং ১৩

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এলজিইডি

বাস্তবায়নের সময়কাল: অর্থ বছর ২০১৪-২০২২

সুবিধাভোগী: ৮.৪ মিলিয়ন মানুষ (৫টি সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্যা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঢাকা উত্তর সিটি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি এবং চট্টগ্রাম সিটিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (Clean Dhaka)

মডেল হাসপাতালে যথাযথ পৃথকীকরণের জন্য মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম শহরের চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট

চট্টগ্রাম শহরে চিকিৎসা বর্জ্য প্রথম পর্যায়ে প্রায়শই আলাদা করা হয় না। বেশির ভাগই উন্মুক্ত নির্ধারিত স্থানে পুড়িয়ে ফেলা হয় বা কোনো পরিশোধন ছাড়াই সরাসরি ল্যান্ডফিল সাইটে ফেলে দেওয়া হয়। ২০০৫ সাল থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি কোম্পানিগুলো চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করছে। তবে অনেক এইচসিই এখনও চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের জন্য দায়িত্বশীল সংগ্রহ সেবা প্রদানকারীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারেনি। এছাড়া COVID-১৯ সংক্রমণ বিস্তারের কারণে ২০২০ সালের প্রথম দিকে সংক্রামক বর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে সঠিক পৃথকীকরণ এবং নিরাপত্তা সতর্কতার অভাবে সংক্রামক বর্জ্য অপসারণকালে শ্রমিকদের আঘাত বা অসুস্থতার উচ্চ ঝুঁকি ছিল। এছাড়া এইচসিই-এর বাইরে খোলা ডাম্পিং অনুপযুক্তভাবে পুনঃব্যবহার এবং পার্শ্ববর্তী পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। তাই চিকিৎসা বর্জ্যের স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণ পদ্ধতি চালু করা চট্টগ্রাম শহরের জন্য একটি জরুরি বিষয় ছিল।

প্রকল্পের সহায়তা নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভিত্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছে: ১) হালিশহর ল্যান্ডফিল সাইটে একটি চিকিৎসা বর্জ্য ইনসিনারেটর স্থাপন, ২) একটি উপযুক্ত চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ ও শোধন ব্যবস্থা স্থাপন, এবং ৩) প্রাথমিক পর্যায় থেকেই চিকিৎসা বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১) চিকিৎসা বর্জ্য ইনসিনারেটর স্থাপন

জাইকা চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (সিসিসি) সাথে আলোচনা করে হালিশহর ল্যান্ডফিল সাইটে পরিবেশবান্ধব, ধোঁয়াবিহীন চিকিৎসা বর্জ্য পোড়ানোর ব্যবস্থা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিটি কর্পোরেশনে মেডিকেল ওয়েস্ট ইনসিনারেটর অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য সিসিসি যথাযথভাবে এবং ক্রমাগত চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের জন্য "চিকিৎসা বর্জ্য ইনসিনারেটরের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পার্সোনেল অ্যাসাইনমেন্ট" হিসাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং একটি দৈনিক জ্বলন পরিচালন রেকর্ডিং সিস্টেম চালু করে। এছাড়া, ইনসিনারেশন প্ল্যান্টের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাইকার প্রকল্প নিরাপদ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।

ছোট ইনসিনারেটর স্থাপন (৪, জানুয়ারী ২০২২)

ইনসিনারেটর পরিচালনা
(১১, জানুয়ারী ২০২২)

ইনসিনারেটর পরিচালনা
(১৬, জানুয়ারী ২০২২)

হস্তান্তর অনুষ্ঠান
(১১, জানুয়ারী ২০২২)

২) একটি উপযুক্ত চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপন

প্রকল্পটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের (ডিওই) সহযোগিতায় "চট্টগ্রাম শহরে ওয়ার্ড ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে টেকসই চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা " প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা করে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মেডিকেল বর্জ্যের পৃথকীকরণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ (২০, ফেব্রুয়ারি ২০২২)

চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণে মনিটরিং সিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য ডিওই, সিসিসি এবং সিভিল সার্জন সিসিসি এলাকার সমস্ত এইচসিইকে নোটিশ জারির মাধ্যমে চিকিৎসা বর্জ্য যথাযথভাবে পৃথকীকরণের অনুরোধ করে। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডে নিযুক্ত কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টর (সিআই) সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এইচসিই এর চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণের অবস্থা নিরীক্ষণ করে এবং চেকলিস্টের উপর ভিত্তি করে আরও উন্নতির জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে। পর্যবেক্ষণের ফলাফল সিসিসি'র সিইও এবং ডিওই পরিচালকের কাছে জমা দেওয়া হয়। যেসকল এইচসিই পৃথকীকরণ অবস্থার উন্নতি করে না সেগুলিকে প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় । ওয়ার্ড-ভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবহার করে কার্যকর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সিআই-এর জ্ঞান উন্নত করার জন্য দলগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ডিওই

পরিদর্শকগণ অতিরিক্ত পরিদর্শন করেন যা চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণের উন্নতিতে অবদান রাখে।

এছাড়াও, এইচসিইগুলিকে হাসপাতাল এবং বেড নম্বরের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি সংগ্রহ ফি প্রদান করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বর্জ্য সংগ্রহ সেবা প্রদানকারী এবং এইচসিইগুলির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব, ২০২১ সালে, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি চিকিৎসা বর্জ্য চালানের ফি নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা ও পুনর্নিশ্চিত করেছে। এটি এইচসিই-গুলিকে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সংগ্রহ সেবা প্রদানকারীর সাথে চুক্তি করতে সহায়তা করেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক কর্তৃক মেডিকেল বর্জ্যের অবৈধ উত্তোলন স্থানের তদন্ত (৩০, মার্চ ২০২২)

এছাড়া প্রকল্পটি হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতির জন্য একটি ফলোআপ পরিচালনা করেছে। প্রতিটি পর্যায়ে এইচসিই-কে তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করণের জন্য নিম্নলিখিত ৫টি পর্যায়ে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল: উৎসে বিভাজন, সংগ্রহ ও পরিবহন, স্টোরেজ রুম, রেকর্ডিং এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি। এই পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ এইচসিই-এ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং স্বতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি এইচসিই-এর সাথে আলোচনার পর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় এবং যাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রয়েছে তাদের জন্য কার্যক্রম শুরু করা হয়।

পাইলট প্রকল্পটি যথাযথ চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং পরিশোধনের জন্য একটি মডেল ওয়ার্ডএবং দুটি মডেল হাসপাতালে প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তীতে ১০০-র বেশি শয্যা সংবলিত আটটি বড় এইচসিইতে সম্প্রসারণ করা হয়।

৩) চিকিৎসা বর্জ্য যথাযথ পৃথকীকরণ ও অপসারণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

এইচসিই-তে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে মিডিয়ার মাধ্যমে সক্রিয় প্রচার করা হয়। ইউটিউবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পৃথকীকরণ নিয়মের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রশিক্ষণের ভিডিও প্রকাশ করা হয় এবং প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ফেসবুকে হালনাগাদ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ইউটিউবে চিকিৎসা বর্জ্য সঠিকভাবে পৃথকীকরণ এবং অপসারণের জন্য ৫ মিনিটের শিক্ষামূলক ভিডিও প্রচার করা হয় এবং ভিডিওর সাথে লিংকযুক্ত QR কোডসহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে ৮নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিশনার নোটিশ এবং সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণে অংশগ্রহণ করার ফলে সচেতনতার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া টিভি সংবাদে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদর্শিত হয় এবং মডেল ওয়ার্ডের কার্যক্রম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, প্রথম অংশে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি এবং সুরক্ষা সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে একটি বক্তৃতা ছিল। দ্বিতীয় অংশে অংশগ্রহণকারীদের

চট্টগ্রাম শহরের সকল এইচসিই-এর কাছে যথাযথ বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য আবেদন করার জন্য QR কোড সহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক লিফলেট

[* 5 মিনিটের ট্রেনিং ভিডিওর জন্য QR কোড]

চিকিৎসা বর্জ্যের কালার কোড বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। পর্দায় দেখানো বর্জ্যের চিত্রের সাথে কোন কালার কোডের মিল রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাদেরকে রঙিন কাগজ ব্যবহার করতে বলা হয়। প্রথম দিকে সঠিক উত্তরদাতার সংখ্যা কম ছিল কিন্তু বারবার প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যার পর সঠিক উত্তরদাতার সংখ্যা শেষ পর্যন্ত প্রায় ১০০ শতাংশে উন্নীত হয়।

ফলাফল

উপযুক্ত কালার কোডের প্রবর্তন এবং পৃথকীকরণ ও সংগ্রহের প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে প্রতিটি এইচসিইতে প্রসারিত হয়।

স্থানান্তরিত কালার বিন (ম্যাক্স হাসপাতাল)

প্রশিক্ষণের আগে (৩, নভেম্বর ২০২১)

প্রশিক্ষণের পরে (১৭, জানুয়ারি ২০২২)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং কালেকশন সার্ভিস প্রোভাইডার ২০২২ সালের এপ্রিলে ইনসিনারেটরের মাসিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বিবেচনা করে উভয় পক্ষের সম্মতিতে একটি কনসাইনমেন্ট ফিতে চুক্তি করে। এর ফলে চিকিৎসা বর্জ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য কালেকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দায়িত্ব পালন করবে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ইনসিনারেটর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং প্রশাসনিক খরচ বহন করবে।

২০২১ সালে প্রকল্পটি শুরু হওয়ার আগে ২৪০টি এইচসিই-র মধ্যে মাত্র ১১৯টি এইচসিই-এর কালেকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে চুক্তি ছিল। জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার কারণে ২০২২ সালের মে মাসের শেষ অবধি ১৯৬ টি এইচসিই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল এবং ৩ টি এইচসিই স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন ছিল।

উপরন্তু পোড়ানো চিকিৎসা বর্জ্যের পরিমাণ ইনসিনারেটর পরিচালনার শুরুতে দৈনিক প্রায় ৩০০ কেজি থেকে বেড়ে ২০২২ সালের মে মাস পর্যন্ত দৈনিক ১,১০০ কেজিতে উন্নীত হয়।

স্টোরেজ এর এলাকা বাছাই (পার্কভিউ হাসপাতাল)

প্রশিক্ষণের আগে (৩, নভেম্বর ২০২১)

প্রশিক্ষণের পরে (১৭, জানুয়ারি ২০২২)

স্টোরেজ রুমের এলাকা বাছাই (চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)

প্রশিক্ষণের আগে (১৫, ডিসেম্বর ২০২১)

প্রশিক্ষণ পরে (১৩, জানুয়ারী ২০২২)

এই উত্তম অনুশীলন থেকে শেখা পাঠগুলো হল:

১) সিসিসি, ডিওই এবং সিভিল সার্জন কর্তৃক জারিকৃত অফিসিয়াল নোটিশে এইচসিইগুলিকে প্রাথমিক পর্যায়েই চিকিৎসা বর্জ্যের যথাযথ পৃথকীকরণ এবং পোড়ানো বাধ্যতামূলক করা হয়। এটি এইচসিইগুলিকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উৎসাহিত এবং সহজতর করে, যেখানে প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সরাসরি এইচসিইগুলিকে তাদের কাজের উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারে না।

২) "বেসরকারী সংগ্রাহকদের সাথে চুক্তির সংখ্যা" এবং "ইনসিনারেটরে প্রদান করা বর্জ্যের পরিমাণ" এর ধীর বৃদ্ধি যেখানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের উপস্থিতিতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্বীকৃত ছিল। অংশগ্রহণকারীরা চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহের সাধারণ বোঝাপড়া ভাগ করে নিতে পারে তাই কমিটি এর সমাধান এবং সময়মত নতুন সিস্টেম তৈরি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নতুন চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়।
- ২০০ কেজি / ঘন্টা জ্বলন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ছোট আকারের ইনসিনেরেটর চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের জন্য স্থাপন করা হয়।
- ১টি মডেল ওয়ার্ড এবং ২টি মডেল হাসপাতালকে চিকিৎসা বর্জ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নির্বাচন করা হয়।
- ৮টি বড় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান (এইচসিই) থেকে ৭৮৭ জন অংশগ্রহণকারী চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- যথাযথভাবে বর্জ্য পৃথকীকরণের অনুরোধ সংবলিত ৫৫০ টি সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- ২০২২ সালের মে মাস অবধি চিকিৎসা বর্জ্য পোড়ানোর পরিমাণ দৈনিক ৩০০ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক ১,১০০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঢাকা উত্তর সিটি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি এবং চট্টগ্রাম সিটিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

এলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: লক্ষ্য ৩, লক্ষ্য ৯, লক্ষ্য ১১, লক্ষ্য ১২

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর

বাস্তবায়নের সময়কাল: মার্চ ২০২১ - মে ২০২২

সুবিধাভোগী: চট্টগ্রাম শহরের মেট্রো এলাকায় বসবাসকারী নাগরিক (৫.২ মিলিয়ন), ২৪০ টি এইচসিই (বিশেষ করে ক্লিনারে), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (৮২), প্রাথমিক কালেক্টর (১,৮১৮), ক্লিনার (১,৬৮৮)

*উৎস: বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন পরিকল্পনা (২০২১)